শশ্মান শহরে অশ্লীল ছুঁচো

ম মাফিউল আজম



প্রকাশক
বাংলার ই-বই
www.banglar-eboi.com

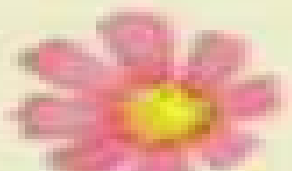
শশ্মান শহরে অশ্লীল ছুঁচো

ম মাফিউল আজম



জন্মঃ টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
মাঃ জোহরা সাদেক
বাবাঃ মোঃ সাদেক আলী
ই- মেইলঃ mafiul.azam@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৬১১৮৮৮৮২২

তুই তোকে
তুমি তোমাকে
আপনি আপনাকে
এবং
আমার মা
মাতৃভূমি
প্রিয়তমা তুমি



শশ্মান শহরে অশ্লীল ছুঁচো
কবিতার ই-বুক

গ্রন্থস্বত্ব
সাহিদা সুলতানা

ই-বুক প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০১৪
ভাদ্র, ১৪২১

প্রচ্ছদ
আজম মাহমুদ

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

সূচিপত্র

জল থৈ থৈ মেয়ে	৬	২১	স্কুলে যাই
আমি অনুবাদ	৭	২২	ভাটিয়ালি স্নানে
যদি রাত অবশিষ্ট থাকে	৮	২৩	পৃথিবীর পদাবলি
ফলবতী রৌদ্রের মজ্জায়	৯	২৪	স্তন
কীর্তন	১০	২৫	সমুদ্র বহ্নি
বেশ্যার ঘুঙুর কাঁদে	১১	২৬	তোমাকে নির্মাণ দেবো
সিঁথিতে সকাল সূর্য	১২	২৭	চৌরাস্তার মোড়ে যুবক
অহংকার	১৩	২৮	জয়- শ্রী- জন্ম
বধূময় চোখ	১৪	২৯	প্রাইমারি স্কুল
মেঘের সবুজ নদী	১৫	৩০	জল নেই বোধিসত্ত্ব নদী
জন্মের মিছিলে	১৬	৩১	যে তুমি সুন্দর
বয়স বাড়াও বীণা	১৭	৩২	অশ্লীল ভেংচি
নদী জ্বলুক রক্তে আমারই	১৮	৩৩	শশ্মান শহরে
স্বীকৃতি	১৯	৩৪	অশ্লীল ছুঁচো
অনারোগ্য ব্যাধি	২০		

জল থৈ থৈ মেয়ে

জল থৈ থৈ মেয়ে
কুমারী কোমল মাটি
নীল পলি বোধ
ধান শিশু প্রিয়
রুপা ঢেউ নাও কৃষ্ণচূড়া পাল
পুদিনা ইলিশ স্নিগ্ধ পুণ্যতোয়া
রামধনু চোখ তারা জীবন জোয়ার
আত্মজা পয়স্তি নবনীত
পান্না বন্যা
সুস্বাদু টই- টুম্বুর স্তন
কুমারী মা মায়া মাটি
জল থৈ থৈ মেয়ে

আমি অনুবাদ

চোখের জলের ক্ষুরধার শ্বেতপাথরের বুকে
পৌর্ণমাসী যোগমায়া কবিতার মুখ মূর্তি আঁকে
গলিত সূর্যের আভা আবেশিত গোধূলির হিজল পাতায়, লালে
সবুজ গলানো কামনার রঙের ভাষায়
তোমার মুখের পর্দা দোলে দোলন গতির মতো সহজ সরল,

আমি তার দশা চিনি।
বিকেলের তনু জুড়ে হিরণ্ময় সখ্যতার রক্তরাখি
হৃদয়ের আল ধরে হেঁটে যায় কাশশুভ্রকেশী গোপন সন্ন্যাসী।
আমাকে আমার জন্মদাতা হতে বলে, মহা
জাগরণবান আসে
নীলকন্ঠী বেহালা রাগিণী, নাগিনীর বিষে জ্বলে সৃষ্টির বারতা
নাকফুল থেকে মলিন মৌনতা নেমে, তোমার গ্রীবায় হয়ে ওঠে
উন্মাদিনী শক্তির সেবিকা! তুমি জেগে ওঠো

মরনের দ্বিধার আঁচলে মোড়া সবুজ সাগরময় কুমারী শরীর।
মিথুনে মিথুনে আমি পরিচয়ে তোমার পরিপূরক হই,
তুমিও আত্মায় দ্বিধাহীন খুলে দাও তোমার রক্তিম চটুল ফটক;
মেঘে জলে জলে মেঘে আমি অনুবাদ হয়ে
যুগে যুগে আমাকেই জন্ম দেই আমি; শিশু সবুজ শৈশব কৈশর যৌবন!
আমিই আমার জন্মদাতা পিতা
গর্ভধারিণী মাতার কুমারীত্ব
আমার সুষমা আমি!

আত্মহত্যার দ্বৈরথ দ্রোহকাল থেকে আমি কাউকে মানি না!!

যদি রাত অবশিষ্ট থাকে

তোমার চোখের ফড়িং, ট্রেন হয়ে
হৃদয়ের টার্মিনালে থামে;
আমার দুখের আখ ভাঙ্গে চুমুর রোলার। তবু
এক চামচ আকাশ আমার চৌকাঠে জানালার গ্রীলে,
এ জীবন পান্ডুলিপির ভাঙা চাঁদ কপাল ঠেকায়
জোছনার জলে, কাঁদে; নদী যে আসেনি ঘরে ফিরে! মহা
প্রলয়ের কাজল ভুতুড়ে ডাক শুনে
কালবোশেখির কাল রক্ত রাত
বিজলি মেয়ের ছোপ ছোপ আলো আগুনের স্রোত নামে;

ডুব সাঁতারের খেলা শুরু হয়;
ক্লান্তিগুলো ধ্বংসগুলো,
সৃষ্টিফুল হয় কোমল নদীর হীরণ লতায়।
অন্তরে শ্রদ্ধার ধান, সুকুমারী হাসি বিয়াবেই মেঘবতী নারী!

যদি চুপে চুপে নদী আসে
যদি রাত অবশিষ্ট থাকে
মেঘবতী নারী বিয়াবেই সুঠাম শ্রদ্ধার ধান
কার্তিক প্রভাতে!

ফলবতী রৌদ্রের মজ্জায়

মণিপুরি সকালের ঠোঁটে ঠেকাবো শরীর
বাসনার তুলোয় বুনবো
কুয়াশার মিহি ভূলোক ভোলানো এক মখমলে পর্দা;
তারই আবগুন্ঠনে নির্মোচিত লাজবতী কথা
কাজল উপমাগুলো ছোঁবে মেঘদল,
নীলাভ স্বপ্নের মতো
সূর্যের বদলে পাবো কোমলতাময়ী রাত্রির রক্তিম মায়া।

না হয় মলিন ধূলোকণা আমার চন্দনটিপ, তবু
আমার বাগান থেকে বাসনার পাখী, ফুলঘুম
রেণুর সুরভি যদি মেখে নাও পলির কপোলে;

আমি হবো তোমার মাধুরী!
সুন্দরের জরায়ুতে আবার আমার শরীরের ভ্রুণ জন্ম হবে;
পরিপুষ্ট হবো তোমার সুন্দরে, রক্তে মাংসে, ফলবতী রৌদ্রের মজ্জায়!

আমাকে ধারণ করে পুনরায় গর্ভবতী তুমি
আমার সুষমা নিয়ে কলাবতী তুমি; আমি
তোমারই সফলা নির্মাণ
সময়ের সকল সংগীতে সচলা সিন্ধুর শোভন উপমা; তাই
ভুলটাও হোক না ভুল, সব হারানোর ভেতরেই থাক সব পাওয়া...

কীর্তন

জাগো নদী
জাগো নদী
নদী নদী জাগো জাগো
জাগো চোখ
জাগো চোখ
চোখ চোখ জাগো জাগো



বেশ্যার ঘুঙুর কাঁদে

সর্বদা জাগ্রত নাগরিক কাক
বৈকালিক ভ্রমণের হৃদ ছুঁয়ে
সাগর বেলায় নষ্ট টোপের বর্শিতে বাঁধা পড়ে;
বাসনা বহ্নিতে পোড়ে।
একান্ত মৃত্যুর মতো ভালোবাসি,
বলেনি তো কেউ, তাই

শেষত চলার সুবর্ণ এ পথ
শ্রাবন্তী বেশ্যার ঘরে; ঘুঙুরে জীবন নাচে
প্রজাপতি ওড়ে চোখে কাশবনে ।
ঈক্ষণের সবটুকু আলো
অগ্ন্যুৎপাতের অতল বেদীতে ছাই পাতা ঝরে
ধূপছায়া রাত্রির বিবর্ণ ঝাঁকড়া উঠোনে।

বিবর্ণ উঠোন কাঁদে
বেশ্যার ঘুঙুর কাঁদে
নাগরিক কাক কাঁদে

মৃত্যুর মতোন ভালোবাসি বলেনি তো কেউ!

সিঁথিতে সকাল সূর্য

একটি জীবন তুমি রাজনীতি, বন্ধুর ষ্টার সিগ্রেট
ঊষার শিশির টুপটাপ শব্দমুখ
জীবনের কৈলাসে প্রথম রূপান্তর বাতাবি সময়।
প্রবল প্রলয়ে পৃথিবীর সবগুলো মোমবাতি নিভে যাক;

ঈশ্বরকে ফাঁকি দিয়ে আরো
কিছুটা সময় বেঁচে থাকি!
পৃথিবীটা শেষ দিগন্তের দিকে হেঁটে চলে যাক
কলমের মুকুট মাথায় আমি হবো বর
কবিতার ঘোমটা টেনে নে বধূ
ঈশ্বরকে ফাঁকি দিয়ে আয়
অনন্ত জীবন ভালবাসা খেলি

হেমলক পানে জোছনাভিলাষ মৃত্যুবরণ করুক, তবু

সমাজ দূরত্ব ভেঙে চল মিলনের মোহনায়
শব্দ- নৈশব্দের টিপ পড়ে আয় তুই
সিঁথিতে সকাল সূর্য মেখে নিয়ে আয়।

অহংকার

আঁধারে ঘুমিয়ে আছে অনিত্য পৃথিবী
জোনাকির গোপন গুহায় তন্দ্রাহীন তুমি
স্বপ্নকে রেখেছো বন্দী, আমি
নির্বাসিত দূরান্তরে জলাবৃত কঠিন ভূ- ভাগে;
বুনেছি সংগুপ্ত জীবনের বীজ
আমার ভেতরে অন্য আমি জেগে আছি।

উদাসী বাতাস ফিরে গেলে, নৈশব্দের শরীর হারায় ঢেউ,
আমি হারিয়েছি উদাসী বসতবাটী!
শিশির সবুজ চোখ একেছে কাজল
তোমার সৌন্দর্য এত অহংকার দিয়েছে আমাকে।

এতোটা সুন্দর তুমি, বাসন্তী সন্ধ্যার কালো চুলে
আমি আর গাঁথবো না কাঁঠালীচাঁপার সবুজ আঙুল
চোখে চোখ দেবো গভীর ভাষায় অপলক
সংজ্ঞাহীন মৃত্যু পেরুনো জীবন মেলে!

এতোটা সুন্দর তুমি, আমার এ অহংকার হারিয়ে ফেলেছে মৃত্যুবোধ
মরু কাফেলার অনেক শতাব্দী
আঙুলের কর গুনে নিভিয়ে দিয়েছে!
বহু দশকের বয়সী বৃক্ষের মতো আমার ভেতরে ছায়া ফেলো সারাদিন;
তাই, গর্বের মিনার আজ আকাশ ছুঁয়েছে।
এতোটা সুন্দর তুমি!

এ আমার বড় অহংকার।

বধূময় চোখ

কাজল রেখায় ধর্মমতী সুখপাখী কাঁদে
সোনার গাঁয়ের সোনাবিবি কাঁদে
আমিও অমন কেঁদে কেঁদে, ধূমল নদীর কুমারী স্নিগ্ধতা মেখে
জোয়ারি শিখায় ছেঁকে নেই আমার যা কিছু
শীত- সন্তাপ ও সোনালি মুক্তোর বৃক্ষ
আমার সন্তান ছেঁকে জোছনার দোলনায় রুপালি দোলাই।

স্বপ্নের ভেতরে হেলে দুলে হাঁটে
একটি আজন্ম বুনো অমল মোরগ
আস্তে আস্তে সে পেরিয়ে যায় শিলাযুগ, ফাগুনের রৌপ্যজ্বলা রোদ্রযুগ;
আমি তার পিছু পিছু হাঁটি। তারপর
ডাকাত পড়ার মতো অকস্মাৎ
আমি প্রদেশের সীমান্ত প্রহরী হত্যা করে উড়ায় পতাকা।

আমার চৈনিক প্রাচীরের দুর্ভেদ্যতা ভেঙে
টুকরো টুকরো করে আমার আমৃত্যু দুঃখগুলো, রক্ষণশীলতা।
পৃথিবী কি অপ্সরা; স্বর্গীয় রূপসীর হিরন্ময় দ্যুতি?
স্বদেশ কি স্বর্গের রূপসী, নাকি সব মানুষের?
তবে কি স্বদেশ আমি, আমরা সবাই কিংবা আমাদের পৃথিবী স্বদেশ?
যদি;

ভালবেসে যাবো, স্বদেশের বধূময় চোখ যাবো ভালবেসে
নারীময় নদী
শুধু ভালবেসে যাবো।

মেঘের সবুজ নদী

সূর্যের নিকুঞ্জে কখনো কি রোদ্রেরা গোপনে
অমল আত্মতৃপ্তির মুখোমুখি ফেরে;
হয়তো বা! তবে রাত কার কাছে
কার মুখোমুখি সংলাপে, জীবনে- যাপনে জাবর কাটে?
রাত কি ভালোবাসার কাছে! নাকি ভালোবাসা ছায়া
কখনো কি ভালোবাসা রাত তলোয়ার
যা শুধু আমার শিরচ্ছেদ টানে...

তারার আলোরা কখনো কি ভুল করে
পৃথিবীর ক্লেদাক্ত চরায়, বাউলের একতারা মিহিতীরে
সুরে
ধীর
বয়ে
যায়
বয়ে
ধীর
সুরে
মেঘের সবুজ নদী গায়...
চিতাস্বাদ মাটিস্বাদ খেলা করে কখনো কি আপন ইচ্ছায়;
ভালো লাগে? কখনো কি

কখনো অমন মেঘচোখ কথা বলে
তোমার কমলাকোষী টলটলে ঠোঁটে, কখনো কী?

জন্মের মিছিলে

নিজেরই প্রতিকৃত খুঁজি শব্দের ভেতরে
নদীরা যে কথা কয়, সে কথার রূপ ছেনে
পৃথিবীর মেঠো পথে তেপান্তরে
স্বর্গের নিসর্গে নিজেকে হারাই।
জ্যোৎস্নার রুপালি পিঠা পেট পুড়ে খেয়ে
খোলা পায়ে হেঁটে যাই রাত্রির অন্তরে
পায়ে পায়ে বাজে চাঁদের ঘুঙুর; রক্ত জল জন্ম শিশু।

স্বপ্নের সুডৌল খোলা বুক
করণবারির ইশারায় আমাকেই ডাকে
জন্মের মিছিলে, স্তন শীষের উচ্ছ্বাসে.....

বকের ডানার নীচে সঙ্গম সুখের যে উষ্ণতা জেগে থাকে যুগ যুগ
সে উষ্ণতা স্নাত পরিতৃপ্ত একটি কবিতা;
নিজেরই প্রতিকৃত।

আমি শব্দ খাই যত রূপসীর
আমি কথা খাই বিপুলা নদীর
আমি অপরূপা সৃজনী মৃত্যুর রূপ খেয়ে
পৃথিবীর রাজপথে;

জন্মের মিছিলে জ্বল জ্বলে বেঁচে থাকি।

বয়স বাড়াও বীণা

বালকসুলভ ভাব আমার বয়স বাড়তে দিল না।
বায়ান্নর বাড়ে, একাত্তরের বয়স বাড়ে……
অথচ ফেরে না কেউ অন্তর্মুখী হয়ে
জ্বলজ্বলে শিল্পজ পোস্টার বুকে, দ্রুত পায়ে যায় না পেরিয়ে চেকপোস্ট
অন্ধকারের চড়াই- উৎরাই।

বালিকা সুলভ চপলতা নদীর নাব্যতা কাড়ে,
ঘড়ির কাঁটার শালীন সঙ্গমে কিশোরীর বয়স বাড়ে না!
কোথাও জয়শ্রী সবুজের ছোঁয়া নেই, শ্রীময় রোমাঞ্চ নেই, আজ
যৌবনের বয়স হয়েছে পৃথিবীর;
অস্থিরতা তবু; অন্তরঙ্গ পরিবেশে পাথর গলেনি এতকাল!
যদিবা গললো মানস- বিভ্রমে এই কবিতায়… …
এসো দাওয়ায় মুখোমুখি বসে পান করি সুপেয় পাহাড়।
এসো

এইতো যুদ্ধের মাঠ, ফুল পাহাড় পালক শাদা চাঁদ স্বাধীনতা;
মেহেদী আঙুলে ধরো
এইতো হাসপাতাল দ্রাক্ষারস ধবধবে নরম বিছানা;
ও বুকে সঠান তুলে নাও
এইতো সবুজ চোখ, লাল মেধা আমার পতাকা!
সভ্যতার বিনুনি বয়স মুদ্রাক্ষরে অসীমে বাড়তে দাও, শুধু
একতিল শস্যকণা সিন্ধুর গাম্ভীর্য তুলে নাও!

ঘড়ির কাঁটার শালীন সঙ্গমে, বীণা, তুমিও
তোমার কিশোরীর বয়স বাড়াও।

নদী জ্বলুক রক্তে আমারই

তোমার সুনীল আজলায় আমাকেই নির্দ্বিধায় তুলে
দিয়েছি আমূল। অপেক্ষার স্রোতে নিরলস দিন, দিনপুঞ্জ
দুপুরের খড়খড়ি খুলে অনেক, অনেকক্ষণ আমি
অপলক তোমারই সুখের আকাশে। তুমি

সূর্যটাকে আরো দাউ দাউ জ্বেলে ঢেলে দিলে
একঝাঁক রৌদ্রময় সোনালি কাফন।
ছাইয়ের চেয়েও গভীর দীনতায়,
তোমার অলিন্দে মেখে নিলে না আমাকে?

কোন সপুষ্পক ফাগুন তবে কি আর পৌঁছবে না
আমারই বোশেখের তুলসী তলায়? শুধু মোহন পৌষের তারা জোছনায়
আমাকে জ্বালিয়ে প্রতিশোধ নিতে চাও! নাও... ...

আমাকে প্রতিশোধের হিরন্ময় উপকরণ করেই
তুমি সুখ বুক ভরে তুলে নাও; তোমার প্রশ্বাসে অজস্র নিঃশ্বাসে।

একমুঠো বাতাসের তীব্র আস্ফালনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হোক
তোমার মাধবী উৎসব;
আমার রক্তের স্রোতে ঝাড়বাতিগুলো
জ্বল জ্বল করে জ্বলুক না হয় সারারাত!

তোমার উৎসব রাত
আমারই রক্তে জ্বলুক- নদী জ্বলুক
রক্তে আমারই!

স্বীকৃতি

ভালবাসা নপুংশক করেছে আমাকে,
মৃত্যু?
সে আমাকে জন্ম দিয়েছে, আমাকে
সন্তান দিয়েছে মাটি,
আমার সন্তান নদীর যৌবন বিম্ব;

পাথুরে ভালবাসার স্বীকৃতি আমার।



অনারোগ্য ব্যাধি

কথা, ইচ্ছে করলে কি ভুলে যেতে পারো তোমাকেই;
যা কেবল ভেতরে জড়িয়ে থাকে শালুকের ফুল
বেদনাতুর নন্দিনী নদী, একটি নারীর গর্ভ
ইচ্ছে হলেই কি ধারণ ভুলে থাকতে পারে? তবু

মাঝে মাঝে নিজেকে ভোলাতে হয়।
ভোলাপথ নাও পাল দিকের মোহনা
শুরুর পরের শুরু দিয়ে শুরুর বেদনা ভোলা যায়!

তুমিতো জীবন্ত সমাহিত কথা; নিশ্চল নির্মোহ বোবা মেয়ে
শিলা ও শৈলীর মূর্তিমান আদি ধৃতি অনুভূতি;
উড়ন্ত ধাতব মারণাস্ত্র সময় শাসন।
ওরা জানে না অস্ত্রের কাছে মৃত্যুহীন তুমি;
কখনো মরো না কোন যৌবনা আকাশ!

আমার ভালবাসার ঠোঁট তোমাকে ছুঁয়েছে
সে এখন সাহসী সারস যুদ্ধোন্মুখ- -
অন্তর্লীন তোমার সমুদ্র থেকে একটি মনীষা গাঙচিল
নারীর বন্দর থেকে আমার শহরে উড়ে আসে
তার ডানা ক্লান্তিতে ক্রমশ ভারী হয়, চোখ বুজে আসে,
জমে শীতল শিশির; পালক ঝরিয়ে পথে শাশ্বতীকে খুঁজে খুঁজে

আমার গভীর ভেতরে সুখের অনারোগ্য ব্যাধি ঢুকে যায়;
এই প্রেমহীন শহরের ঠিকানায়
আলাদা রকম বেঁচে থাকে।

স্কুলে যাই

আমার শূন্যতা রুপালি সৈকত কবিতা কটেজ।
যেখানে কখনো তুমি
সাজিয়ে রাখনি আলনায় তোমার সমুদ্র আঁকা শাড়ি,
রাঙা পাপড়ির রাত- স্বপ্ন- জন্ম ভালবেসে
নির্দ্বিধায় এলিয়ে দাওনি তোমার চিবুক কবিতায়;
শরীরের বন্দরে বন্দরে অশান্ত চুমুর নোঙর করোনি!

কটেজের শূন্যতায় আমার কবিতা।
শূন্যতা পেরিয়ে চারিধারে বারিধারা ঝাউবন ছায়াস্নাত মায়াবী মোহনা;
অশরীরী নারী অভিসারে আসে
কখনো নির্জনে খুব; মধুর মাধুর্য কুড়োয় কুড়ানি মেয়ে
কখনো বা কলহাস্যে, ভয় নেই কোন অস্ত্রে!

যুদ্ধ জয়ে আমিও ঘুমের ঘোরে
আপন বুকের কন্দরে একাকী যক্ষ হয়ে উঠি।
কাঁঠালীচাঁপার সন্ধ্যা থেকে জোনাকি রাত্তির;
স্বপ্নকে নামাই টেনে তোমার বুকের কাছাকাছি। সেই
স্বপ্নীল রোদ্দুরে তোমার ভোরাই ভরে;
আর তখনই

বই খাতা বুকে বেঁধে
চৈতালি রোদ্দুর কুড়াতে কুড়াতে ক্রমশ উত্তরে যাই.....
রোববার না মেনে ই আমি
শূন্যতায় তোমার কবিতা নিয়ে
প্রতিদিন স্কুলে যাই।

ভাটিয়ালি স্নানে

শৈশবের ভয় মেঘে ছিল
কৈশরের অভিমান যৌবনকে দিয়ে গেছে বৃষ্টিস্নাত কাকবন্ধ্যা মাটি;
অতিথি শস্যের অচেনা বুভুক্ষু ত্রিকালজ্ঞ যোগী। আজ
গৃহস্বামী উপোসি ঘুমের উর্বর আগুন জ্বেলে ভাত রেঁধে খায়!

এক জলকিন্নরীর তৃষিত হরিণী ছায়া
ঢালুনদীচর থেকে শূন্যের কলসি কাঁখে ফেরে.....
সে ছায়া আমাকে শশ্মানে আমূল আমকাঠে বেঁধে রাখে!

আমি যতবার বাঁধন কাটতে যাই; অস্তি- মজ্জা- মাংসে মন্ড হয়ে ফিরি;
আমকাঠ জ্বলে.....
গুণবতী বধূ ভাত না টিপেই হাঁড়ি গড় দেয়!

কৈশরের অভিমানী মেয়ে মেঘ
আমার যৌবনে দিয়ে গেছ হেরিকেন; সোনালি স্বাক্ষর!
আম কাঠ জ্বলে.....
গুণবতী বধূ ভাতের হাঁড়িটি গড় দিয়ে যায়
ভাটিয়ালি স্নানে.....

পৃথিবীর পদাবলি

রক্তের ঘূর্ণনে পূর্বপুরুষের স্বপ্নের সমূহ স্ফুরণ, প্রতিস্থাপন;
সময়ের বিচ্ছিন্নতাবোধে বিতাড়িত স্মৃতি!
মধ্যযুগে অস্তিত্ব সমেত সভ্যতার শিল্প নৃত্যপর
শমিত মৃত্যুর উৎসবে।
সোনালি সন্তাপ, সুখের চাদরে ক্ষয়িষ্ণু বলয়
কেবলই ঘুরে ঘুরে ফিরে পায় অরণ্য- উদ্ভাস
পাখি ও প্রণয়, প্রমিত প্রনাম;
পূর্বপুরুষের নীড়বদ্ধ চারুলতা দিন, সংকট বিহীন!

অস্তিত্বের ঘুড্ডী নীল হাওয়ায় উড়ায় সুতীক্ষ্ণ চোখ;
সবুজ কিশোর দেখে ভবিতব্য নিজেই হলুদ!
দূরবীন উল্টে, অন্তর আবাসে জলোচ্ছ্বাসে কাঁপে প্রমানিত নারী,
প্রস্থের দ্বিগুণে দৈর্ঘ্য পুনর্বার প্রস্থ হয়ে
বেধ ও ভেদের উচ্চারণে যবনিকা টানে;
পর্দার আড়ালে ঈশ্বর মুখোশ খোলে.....

বাইরে তখন কেবল শূন্যতা নিজে
নিজেকেই কণ্ঠেতুলে, অনুবাদে
আবৃত্তির আতরে আসর মাতাবে মাতাল বৈতাল ঋত্বিক

বস্তুত শূন্যতা একটি মানব;
গোপনে আপন অস্তিত্বের ফিসফিস কথা বলে।

এ এক ঈশ্বরহীন পৃথিবীর পদাবলি!

স্তন

প্রেমিকার বুকে স্তন ওই গোপন রোদ্দুর!

তিতাসের চরে কাটা বহু জলধারা
সাইবেরিয়ার তুষারে আবৃত পাথরের শিলা
মরুভূমি ঘেরা বেদুইন বালিয়াড়ি
ঝড়ভাঙ্গা আম
প্রেমিকার বুকে স্তন ওই প্রেমের কালাম!

নদীর ভেলায় মশারির নীচে লখিন্দর,
লখিন্দর নয়; বেহুলার স্তন!
প্রেমিক পুরুষ শিশু স্তনের যুগল ধারা,
সবশিল্প যোগফল শ্রেষ্ঠকলা স্বর্গের স্বরূপ রূপায়ণ আর
শিশুর নগর!

রমণীর বুকে স্তন ওই সুপ্রাচীন ভজনালয়ের প্রথম পাষাণ বেদি!

সমুদ্র বহ্নি

বিস্মরণের নির্জন সমুদ্র বহ্নিতে পুড়ে
স্মৃতির স্বদেশে নির্বাসিত আমি; আজ আর
কোন মানবিক প্রত্যয় নই, প্রণতি নই!
অথচ আজই তুমি
জীবনের প্রথম শাড়িটি ভীষণ ছুঁয়েছো সমুজ্জ্বল নদী!

প্রিয় ভালবাসা রক্ত- মদ- পানে
তোমার অমন ঢুলুঢুলু চোখে, পুচ্ছ দোলানো পুচ্ছ মেলানো
রঙিন মাছের আনাগোনা;
ঊরুর কাঁপন, টলোমলো পায়ে মল
দুরুদুরু যুগল বক্ষের বৃক্ষফুল
পাখির ঝাঁকের কানাকানি শিহরণ
বায়বীয় ছলছল স্রোতে টলমল সুনিপুণ গোপনীয় হ্রদ; সদৃশ নদীর।

ভাটিয়ালি সুরের নাও, নায়ের মাঝি তুমি
অথচ আজই ফ্রক ছেড়ে
ভীষণ পড়েছ জীবনের প্রথম শাড়িটি!

স্মৃতির স্বদেশে বিতাড়িত
আমি আর কোন মানবিক প্রত্যয় নই, প্রণতি নই!

বিস্মরণের নির্বাক সমুদ্র বহ্নিতে
আমার আত্মার আত্মাহুতি জ্বলে.....

তোমাকে নির্মাণ দেবো

তোমাকে নিয়েই ভাঙনের খেলায় মেতেছি!

তোমার দেহের মিহিন গাঁথুনি খুলে
জলে কাঁদা ছেনে

তোমাকেই নোতুন নির্মাণ দেবো আমি
মুমুক্ষু ভাস্কর!

চৌরাস্তার মোড়ে যুবক

যুবককে দেখেছি দীর্ঘ বছর দীর্ঘ চন্দ্রমাস;
কোথাও যত্নের ছোঁয়া নেই, গণ্ডমূর্খ জীবন- যাপনে!
কপালের ভাঁজে প্রতিদিন বলিরেখা
ঘামে ভিজে কথা বলে বোশেখির মানচিত্র মরানদী
ওলা- ওঠা ফ্যাকাশে গ্রামীণ চোখ দু'টো
রক্তশূণ্য সেঁটে আছে নিস্প্রাণ ছবির দেহের দেয়ালে।

ধূলোমলিন বিবর্ণ সার্টের ভেতর থেকে
বেড়িয়ে আসতে চায় তার হা- করা বুক; সেখানে
তৃষ্ণার সাত- সমুদ্র রৌদ্রে শুকিয়ে চৌচির;
উত্তরীয় পাহাড়ের ঋণে
পুরুষোচিত অচলায়তনের এককোনে
উঁকি দেয় শতায়ু বৃক্ষের শিশু; ক্ষয়ের নিঃশ্বাস!

পাবে না কী সে যুবক চৌরাস্তার মোড়ে একদিন সমুদ্রের স্বাদ;
দেখেছি বছর দীর্ঘ মাস;
খুব যত্ন করে চা আর সিগ্রেট টানে.....

জয়- শ্রী- জন্ম

আমার সোনালি কার্তিকের শস্যকণা,
ঋতুমতী কিশোরীর প্রথম যৌবন ছোঁয়া
ম ম লজ্জাগন্ধে ধাবমান নদী;
জলের প্রদাহ পলি, ফুলের নির্যাস।

সুডৌল সূর্য- স্তনের বোঁটা চুষে পেটভরা চাঁদ; শিশু
ক্ষীর- বমিতে রাতের পৃথিবী ভাসায়,

আমি ভাসি তোমার ঐ বুক- সমুদ্দুরে!
আদিম রক্তের বীজে অংকুরিত প্রলয়ঙ্করী প্রণয়;
আমার ঘামের মৌ মৌ পুরুষালি গন্ধের সবুজ ফড়িং,
তোমার শিশির শরীরে আতরগন্ধি ওম দেবে একদিন,

একদিন জলাঙ্গীতে ঝুঁকে পড়া বিকেলের
নির্জন রুপালি মেঘের ভেতরে তুমি
রক্তের ছিঁটায় রাঙা সিঁদুরে কবিতা;

অনন্ত প্রসব বেদনার তুমুল শব্দিত শিহরণে
তুমি- ই আমার
নতুন জয়- শ্রী- জন্ম !

প্রাইমারি স্কুল

আমার দিকেই প্রাইমারি স্কুল, তারপর
বিস্তর মাঠের মানচিত্র, পেরুলে রেলের রাস্তা; সমান্তরাল জীবন।
মাঝে মাঝে পাথরে খোদাই কিলোমিটারের শির,
শ্রমিকের ঘাম, পথের নিশানা!

রাত্তিরের নীচে চোখ
এখানে পায়ের নীচে মৃতদিন;
সুরেলা গলায় ঘাতকের হাত
হীরার ছুরিতে বর্ণালি রক্তের স্রোত!

কতদূরে তুমি হে আলোর কাল?

মুহূর্তে অতীত; জীবন্ত কবর
ইথারে ছড়ায় রাঙা স্বপ্ন- কবিতার ফুল। তুমি
রক্তের আলতা পায়ে সূর্য; রোদের মানুষ;
প্রাইমারি স্কুল থেকে নেমে আস আলোর কিশোর.....

সামনেই বিস্তর মাঠ
সবুজ কাজলে আঁকা শাদা চোখ; কাশবন
চোখের পাতায় হাতছানি!

জল নেই বোধিসত্ত্ব নদী

জল নেই তবু নদী
বোধিসত্ত্ব বৈতরণী ভাঙে পাড়, তীর্থের বসতি!
নীল নেই নীলাকাশ
চোখের খেয়ায় বাঁধে পারাপার
রঙ নেই রামধনু চেতনায় একাকার।

স্নিগ্ধতা শীতলে জলের শরীর
প্রতিমা প্রতিম নারীর; আবার পবিত্র কুমারী জন্ম হয়!
আজ তেল নেই, তবু প্রদীপের আলো;
এখন রাধিকা নেই কৃষ্ণকলি সন্ধ্যার সবুজ ছায়া ফিরে এলো; আসে
ক্ষীণ হতে হতে সবকিছু পূর্ণ হয়ে ফিরে আসে! ক্ষয়ে

যাওয়া গভীরে
হে সুদূর অমর অক্ষয়
ফিরে এসো তুমি;
অমরার সবটুকু আনন্দ আভায় পুড়ে

ক্ষীণাঙ্গিনী
তুমি রূপে- গুণে পুণ্যবতী আয়ুষ্মতী হও!

যে তুমি সুন্দর

ঘুমের আকাল
মধ্য রাত্তিরের কেশর কাঁপিয়ে ট্রেন যায়; একটি কবিতা
চন্দনি ঘুমের মালা গেঁথে আমার আত্মায় সোহাগে জড়ায়,
এক পেয়ালা চা
স্বপ্নের মোহন মেঘদূতের অমল মৃত্যু এনে সকালে জাগায়!

যে তুমি সুন্দর
আমাকে পোড়াও রক্তে বীর্যে শিল্পে
সারাক্ষণ আমাকে ভোলাও কিশোর
কিশোরীর সদ্য উত্থিত নিলাভ্র নিটোল
আঘ্রাণী অবিনাশী রূপের অরূপ স্তনে
সমাহিত করো সূর্যের সন্তান;
কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফ শীতল সমাধিতে মমি করে রাখ!

ভালোবাসা নিয়ে গবেষণা হয়েছে বিস্তর, আমি আজ
জ্বলন্ত সূর্য শিখতে চাই;
মেঘের আত্মা কি করে জন্ম দেয় বিদ্যুত বিভাস? আমি
শিখন্তির কাছে শিখে নেবো বোধের ফড়িং আলোর গল্প!

মোমবাতি যুগল ডানার পাখি শেখাবে রমণী?
যোনির খনিতে শেখাবে সঙ্গম শিল্প? এইবার তবে
আমার অনন্ত নিকষিত কৌমার্যের সারস শুভ্রতা নাও যে তুমি সুন্দর;
আমাকে অমৃত মন্ত্রে দীক্ষা দাও
কবিতা শেখাও এক পেয়ালা চা

ভোরের রোদ্দুর, আমাকে শিখতে দাও ঘুম!

অশ্লীল ভেংচি

চিড়িয়াখানার নোবেল পাওয়া শান্ত বানরটি
বালকের হাতের প্রচ্ছদে হলুদকলা দেখে অশ্লীল ভেংচি কেটেছিল!

রিপোর্ট করলো দেশের সবকটি চ্যানেল, সিএনএন, আল জাজিরা, শুধু
বিবিসির ক্যামেরা আটকে গেল বিজয় স্মরণির ট্রাফিক জ্যামে!

"বানরের অশ্লীল ভেংচি" নিষিদ্ধ শহরে; গোপনে বাঁধাই হল সোনার ফ্রেমে
শান্ত্রী এসে নিয়ে গেল রাজকোষে।

তুমুল হইচৈ পাড়ায় পাড়ায় শহরে শহরে চায়ের দোকানে পাবলিক প্লেসে
পৃথিবীর নামি দামি বেশ্যা বিদ্যালয়ে
সঙ্গম কৌশল অনুষদে চালু হলো ভেংচির নোতুন ডিসিপ্লিন!

সব ভুলে
নিষিদ্ধ ভেংচির গবেষণা চলছে এখন, তবু

কানে কানে ফাঁস হয়ে গেল গোপন খবর
রুদ্ধদ্বার বৈঠকের সিদ্ধান্ত রাজসভায়ঃ

রাজা দেউলিয়া হলে
বানরের নিষিদ্ধ ভেংচিটি উন্মুক্ত নিলামে তোলা হবে!

শশ্মান শহরে

ফুটপাথে হাটি অদৃশ্য আত্মার ভূত
শীর্ণ পদচিহ্ন রেখে গেছে প্রস্রাবের মরা গাঙ; তবু
এ্যামোনিয়ার সতেজ গন্ধ নিয়ন আলোর নীচে বেঁচে থাকে।
রাতের গভীরে মৃত সভ্যতার মানুষেরা, চিৎ হয়ে শুয়ে
ঈশ্বর নামের তারাটিকে খোঁজে আকাশের ছাদে
এটা মৌলিক প্রার্থনা গান। বেজন্মা কবির নৈতিক নির্মাণ! তবু
আমার শহর!

আদিগন্ত আকাঙ্খায়
বিপ্লবী বন্ধুর শান্তিকামী ধ্যানী আত্মা
লুটোপুটি খায় গাঙচিল সমুদ্র সঙ্গমে
স্বপ্নভূক শ্যাওলার নীচে চাপা পড়ে স্মৃতির স্লোগান!
নুর হোসেনের রক্তাভ মার্বেল চোখ ক্লান্ত সাদা অবিশ্বাসে!
তবু এই আমার শহর!

পিতাপুত্র পালাক্রমে পতিতা পল্লীতে
কচি কচি কুমারীর মৃত্যুর কাছে যায়।
বহুগমনের প্রশ্নে যদি বিদ্ধ না হয় নাগর;
শত শত কাল হরিণের পাপাত্মা আঘ্রাণে
করুণ শহর হয় বেশ্যার শরীর, হয়
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতার পর্যটন শিল্প;
ক্ষুধার্ত চেতনা ধোয়া দেবাত্মা মানবী! তবু ও এ

আমার অশ্লীল শশ্মান শহর!

অশ্লীল ছুঁচো

স্ফুলিংগ বিহীন আগুন জ্বলছে!
শব্দহীন নৈশব্দের কথকতা প্রেমহীন প্রেমে
শরীরবিহীন মনের আকাংখা যার
ভণ্ড বলো তাকে, বললেন একজন তীরন্দাজ;
একে অপরের পরিপূরক আগুন; নিপাতনে সিদ্ধ ব্যাকরণ মেনে!

উইপোকা প্রতিটি কবিতা থেকে
নিষিদ্ধ অশ্লীল শব্দগুলো খেয়ে জানিয়েছে কৃতজ্ঞতা!
"শব্দগুলো হিরণ্ময় আভার প্রতীক" বললেন কবি এবং
নিরুদ্দেশ হলেন আবার সেইসব অশ্লীল শব্দের খোঁজে!

ফেরারি কবির শোকসভাস্থলে
পক্ষীকুল সহজিয়া গান ভুলে কবিতাবৃত্তি করছে
নদীকন্ঠে অঙ্গীকার; মাছের বদলে মুক্তা ধারণ করার
এইসব দেখে
ঢেউ ও স্রোতের উচ্চারণ ভুলে গেছে অশীতিপর বৃদ্ধার অনাঘ্রাত আত্মা
শিল্পায়ণ ভুলে গেছে অশ্লীল শিল্পের শ্লীল সরল বেদনা। কিন্তু,

কবি জানে কতশত শব্দানুভূতির রতি শীৎকারে জন্ম নেয় একটি কবিতা
স্যানিটারী ন্যাপকিনের রক্ত যেমন জানে আগামীর সবুজ ইশারা
বেশ্যা জানে বৎস্যায়নের অধিক সঙ্গমকলা
আমি জানি শুধু আমার শ্লীলতা
কতটা পাপিষ্ঠ অন্ধকার পুষি আমি আত্মার গভীর চেতনায়!

দ্বিতীয় তীরন্দাজ এবার মুখ খুললেন, অশ্লীল জানে অশ্লীল হতে হলে
ক'চামচ শ্লীলতার চিনি প্রয়োজন এককাপ কবিতায়!
কবির কি বহুমূত্র হয়?

নিরুদ্দেশ থেকে কবি বললেন অবশেষে, অভিধানে

বাঞ্ছিত কামনা মাত্রই শ্লীল শিল্প, যেমন
হ্যান্ডসেক হাতের সঙ্গম, চোখে চোখ রেখে দৃষ্টির সঙ্গম, আর
মুক্তিযোদ্ধার স্বপ্নসঙ্গমে স্থাপিত স্বদেশ শিল্পের ঘরবসতি!

শহরের অশ্লীল ছুঁচোরা জানে কে বিপ্লবী কেবা ভাড়াটিয়া দেয়াল লেখক!